রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, রাজশাহী।

"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

বিষয় ঃ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের যোগাযোগ স্থায়ী কমিটির ১ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	জনাব মোঃ বেলাল আহম্মেদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৬ ও সভাপতি যোগাযোগ স্থায়ী কমিটি রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ	ঃ	২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি.
সময়	ঃ	দুপুর ১২:০০ ঘটিকায়
স্থান	ঃ	পরিবহন শাখার এ্যাসফাল্ট প্ল্যান্ট কার্যালয়।

সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতি পরিশিষ্ট 'ক'

সভার প্রারম্ভে সভাপতি বিশেষ আমন্ত্রনে উপস্থিত জনাব নিযাম উল আযীম, সম্মানিত কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং-২১ ও প্যানেল মেয়র-০১ ও সম্মানিত কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং: ১৪ জনাব আনোয়ার হোসেন সহ সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সদস্য সচিব প্রধান প্রকৌশলী'কে সভা শুরুর আহবান জানান। সদস্য সচিব উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনাসহ সভা সঞ্চালনার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)'কে অনুরোধ করেন।

নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) সভাকে অবহিত করেন যে, পরিবহন শাখার আওতাধীন বিভিন্ন মটরযান/যন্ত্রপাতি রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ উন্নয়ন, শহর আলোকায়ন, উচ্ছেদ অভিযান, ত্রাণ বিতরণ ইত্যাদি সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অত্যাবশ্যকীয় লজিস্টিকস হিসেবে কর্মকর্তা, বিভাগ/শাখায় প্রেরণ হয়ে থাকে। কার্যক্রম গুলি তাদের পরিচালনায় যথাযথ ভাবে যান/যন্ত্রাদির ব্যবহার নিশ্চিত করে লগবহিতে লিপিবদ্ধ করেন এবং সে অনুযায়ী পরিবহন শাখা নির্ধারিত KPL/HPL হিসেবে জ্বালানী সরবরাহ করে থাকে। লক্ষ্যনীয় যে বিগত কয়েকমাসে জ্বালানী ব্যয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সঠিক রুটপ্ল্যান, ব্যবস্থাপনা ও দিক নির্দেশনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জ্বালানী ব্যয় সাশ্রয় সম্ভব হতে পারে। এছাড়া পরিবহন শাখার নিজস্ব পরিবহন পুল গঠনের বিষয়ে আইনগত মতামত গ্রহণের বিষয়ে উল্লেখ করে বলেন এটি প্রশাসনিক কার্যক্রমের আওতায় দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া ভারত সরকার হতে উপহার হিসেবে একটি ICU এ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেছে। যা নগরবাসীর স্বাস্থ্য সেবায় ভাড়ায় ব্যবহারের বিষয়ে স্বাস্থ্য বিভাগ হতে পত্র পাওয়া গেছে। পত্রে সংযুক্ত খসড়া নীতিমালায় জ্বালানী সিটি কর্পোরেশন হতে নির্বাহের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। সভার সকলকে আলোচ্যসূচির উপর আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও সুপারিশসমূহ নিম্নরুপঃ

<u>আলোচ্যসূচী ১:</u> জ্বালানী ব্যয় নিয়ন্ত্রন সম্পর্কিত আলোচনা ও সুপারিশ গ্রহণ।

আলোচনা : সভায় সভাপতি মহোদয়ের অনুমতি ক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) উল্লেখ করেন যে, কর্মকর্তা পর্যায়ে দাপ্তরিক কাজ, শহর আলোকায়ন, সবুজায়ন, আবর্জনা অপসারণ ইত্যাদি সহ উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য পরিবহন শাখার যানবাহন/যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে। বিগত কয়েকমাস এসকল যানবাহন/যন্ত্রপাতিতে জ্বালানী ব্যয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিষয়টি মাননীয় মেয়র মহোদয়ের দৃষ্টি গোচর হওয়ায় তাঁর নির্দেশে বিগত ০৬ ডিসেম্বর ২০২৩খ্রি. তারিখ পরিবহন শাখা, কঞ্জারভেন্সী বিভাগ, পরিবেশ শাখার কর্মকর্তা, সুপারভাইজার ও গাড়ী চালকদের নিয়ে নগর ভবনের এনেক্স ভবনে একটি সভা আহ্বান করা হয়। এ সংক্রান্ত করনীয় সম্পর্কে নথী উপস্থাপিত হলে জ্বালানী নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি যোগাযোগ স্থায়ী কমিটিতে আলোচনার জন্য বলা হয়েছে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বতর্মানে কর্মকর্তাপর্যায়ে দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের জন্য সরকারের ২০% ভাগ জ্বালানী সাশ্রয় আদেশ অনুযায়ী মাসিক ১৪৪লি: জ্বালানী বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে মাননীয় মেয়র মহোদয়, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান প্রকৌশলী ও রাজস্ব কর্মকর্তা গাড়ী ব্যবহারের প্রাধিকারভুক্ত। কর্পোরেশনের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনায়নে প্রশাসনিক আদেশের ভিত্তিতে আরও ১৩ জন কর্মকর্তাকে মাসিক জ্বালানী ১৪৪লি: ব্যবহারের প্রশাসনিক আদেশ রয়েছে এবং সে মতে জ্বালানী বরাদ্দ হয়ে থাকে। সভার এ পর্যায়ে প্যানেল মেয়র-১ প্রাধিকারভুক্ত নয় এমন কর্মকর্তার নিকট মাসিক ১২৫লি: জ্বালানী বরাদ্দের মতামত প্রকাশ করেছেন। সভার সভাপতি মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সহিত আলোচনার স্বাপেক্ষে মাসিক জ্বালানী নির্ধারন হতে পারে বলে উল্লেখ করেন।

উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলর ওয়ার্ড নং-১৪ উল্লেখ করেন যে, সর্বাধিক জ্বালানী ব্যবহারকারী বিভাগ হচ্ছে কঞ্জারভেন্সী বিভাগ। এ বিভাগের ব্যবহারে যানবাহন/যন্ত্রপাতির সঠিক রুট প্ল্যান থাকা প্রয়োজন। যেহেতু আমাদের সেকেন্ডারী স্টেশন পয়েন্টে নির্দিষ্ট, সেকেন্ডারী পয়েন্ট হতে ভাগাড়ের দুরুত্ব নির্দিষ্ট এবং প্রতিটি সেকেন্ডারী পয়েন্টে আমাদের গাড়ী নির্দিষ্ট। সেহেতু নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কঞ্জারভেন্সী বিভাগের সহায়তায় কি:মি: ও জ্বালানী নির্দিষ্ট করে দিলে জ্বালানী ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব। জানামতে কঞ্জারভেন্সী বিভাগটি এবিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কঞ্জারভেন্সী বিভাগের আওতায় অভিযোগের ভিত্তিতে আবর্জনা অপসারণের জন্য গাড়ী ব্যবহার হয়ে থাকে। অভিযোগের গাড়ীগুলোর সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারলে জ্বালানী ব্যয় আরও সাশ্রয় করা সম্ভব এবং এটি ভাড়ায় ব্যবহার করা গেলে আয়ের একটি উৎস হতে পারে। মৌখিকভাবে বাস্তবায়নে

১টি অভিযোগের গাড়ী, STS পয়েন্টের ৪টি হাইড্রোলিক ট্রাক, বিদ্যুৎ শাখার ১টি ট্রাক ও পরিবেশ শাখার ১টি পানির ট্যাঙ্কার পরীক্ষামূলক বন্ধ রয়েছে। এতে করে চলতি মাসে জ্বালানী ব্যয় কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সভায় নির্বাহী প্রকৌশলী আরও বলেন যে, বর্তমানে রাসিকের বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তাদের অনুকূলে প্রায় ৬০টি মটরসাইকেল বরাদ্দ রয়েছে যেগুলোতে প্রতিমাসে জ্বালানী সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ৬০টি মটরসাইকেলের মধ্যে ২১টি মটরসাইকেল দাপ্তরিক, ০৭টি মটরসাইকের হায়ার পারচেজ এবং ৩২টি ব্যক্তিগত মটরসাইকেলে জ্বালানী সররবাহ করা হয়ে থাকে। সভার সভাপতি ব্যক্তিগত মটরসাইকেলে জ্বালানী সরবরাহের ক্ষেত্রে আরও সতকর্তা এবং প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে যাচাই করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত : ১। প্রাধিকারভুক্ত নয় এ সকল কর্মকর্তার ব্যবহৃত গাড়ীতে মাসিক সর্বচ্চো ১২৫ লিঃ জ্বালানী বরাদ্দ বিষয়ে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সহিত আলোচনা স্বাপেক্ষে নির্ধারন ২। কঞ্জারভেন্সী বিভাগের আওতাধীন ব্যবহৃত যানবাহনের সঠিক রুট প্ল্যান নির্দিষ্ট করে গাড়ী ব্যবহার সীমিতকরণের বিষয়ে উক্ত বিভাগকে উদ্যেগ গ্রহন ও বাস্তবায়নের সুপারিশ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

<u>আলোচ্যসূচী ২:</u> পরিবহন পুল গঠন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সুপারিশ গ্রহণ।

সিদ্ধান্ত : আলোচ্য বিষয়টি স্থগিত করার সুপারিশ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

<u>আলোচ্যসূচী ৩:</u> ভারত সরকার কর্তৃক উপহার হিসেবে প্রাপ্ত এ্যাম্বুলেন্স অফিস হতে জ্বালানী সরবরাহের বিষয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের প্রাপ্ত পত্র প্রসঙ্গে আলোচনা ও সুপারিশ গ্রহণ।

আলোচনা : নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) আলোচ্যসূচী বিষয়বস্তু উল্লেখ করে বর্ণনা করেন যে, ভারত সরকার হতে একটি ICU এ্যাম্বুলেন্স উপহার হিসেবে পাওয়া গেছে। যা বর্তমানে নগরবাসীর স্বাস্থ্য সেবায় নির্ধারিত ভাড়ায় স্বাস্থ্য বিভাগের সিটি হাসপাতাল পরিচালনা ও ব্যবহারের উদ্যেগ গ্রহণ করেছে। এ্যাম্বুলেন্সটি ভাড়ায় ব্যবহারের জন্য উক্ত বিভাগ একটি খসড়া নীতিমালা প্রস্তুত করেছে। খসড়া নীতিমালায় এ্যাম্বুলেন্সটিতে রাসিক হতে জ্বালানী সরবরাহের কথা উল্লেখ রয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে জ্বালানী ব্যয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং এ্যাম্বুলেন্সটিতে ঢাকাসহ অন্যত্র যাতায়াতে জ্বালানী অফিস হতে সরবরাহ করা হলে রাসিকের জ্বালানী ব্যয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে এবং এতে করে এটি একটি অলাভজনক সেবা হিসেবে পরিগনিত হতে পারে। এ্যাম্বুলেন্স এর জ্বালানী খরচ ভাড়া গ্রহণকারী বহন করবে এবং পদ্ধতিটি সহজতর করার লক্ষ্যে নির্ধারিত ভাড়ার সহিত জ্বালানী ব্যয়, ভ্যাট, ট্যাক্স ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত করে প্রতি কিঃমিঃ ভাড়া নির্ধারন করে সেবা দান নিশ্চিত করা যায় । সভায় উপস্থিত প্যানেল মেয়র-১ জনাব নিযাম উল আযীম বিষয়টি নিয়ে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সাথে আলোচনার বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেছেন।

সিদ্ধান্ত : এ্যাম্বুলেন্স সেবা ভাড়ায় প্রদান এবং জ্বালানী ব্যয় নির্ধারিত ভাড়ার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত এবং প্রতি কিঃমিঃ ভাড়া নির্ধারন করে এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার নীতিমালা চুড়ান্ত করনের জন্য স্বাস্থ্য বিভাগকে অনুরোধ জানানোর সুপারিশ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

<u>আলোচ্যসূচী ৪:</u> বিবিধ

আলোচনা : নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) সভাকে অবহিত করেন যে, রাজশাহী জেলা ক্রিয়া সংস্থা হতে বিভিন্ন সময় অত্র কর্পোরেশন এর রোলার ষ্টেডিয়ামের মাঠে ব্যবহারের জন্য আবেদন পাওয়া যায় । আবেদনে জ্বালানী ও ভাড়া বিহিন ব্যবহারের কথা উল্লেখ থাকেন। ভাড়া বিহিন ব্যবহার হলে রাসিক রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হবে। সভার সভাপতি এ বিষয়ে বলেন যে, সকল ভাড়া গ্রহণকারীদের ভাড়া পরিশোধ করে যানবাহন/যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। ক্রিয়া সংস্থাসহ বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসন, সেনাবাহিনী, পুলিশ, র‌্যাব ইত্যাদি সহ বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী দপ্তর সংস্থা বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনে যানবাহন/যন্ত্রপাতি ব্যবহারের আবেদন করে থাকেন। এ বিষয়ে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে অনুমোদন এবং এগুলির বিষয়ে একটি ব্যবহার নীতিমালা থাকা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত : উল্লিখিত দপ্তর/সংস্থার যানবাহন/যন্ত্রপাতি চাহিদা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিতিমালার খসড়া প্রস্তুত করে আগামী সভায় উপস্থাপনের সুপারিশ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

সভার সভাপতি উল্লেখ করেন যে, রাজশাহী মহানগরীর উন্নতিতে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের অবদান অপরিসীম। তার সঠিক দিক নির্দেশনা ও পরিকল্পনায় রাজশাহী শহর বাংলাদেশ পেরিয়ে বিশ্ব দরবারে মাথা উচুঁ করে দাড়িয়েছে। তার নিরলস পরিশ্রম ও দূর্দান্ত নেতৃত্ব শৈলীতার কারনে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন বেশ কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরষ্কার অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সভার সভাপতি মাননীয় মেয়র মহোদয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কাম্য করেন। সভাপতি মহোদয় মাননীয় মেয়র মহোদয়কে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে সভার আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(মোঃ বেলাল আহম্মেদ)
সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং ১৬
ও
সভাপতি, যোগাযোগ স্থায়ী কমিটি
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।

স্মারক নং-৪৬.১২.৫০৮১.০০৬.০৬.৫৩১.২৩.১৭৫ তারিখ : ২৪.১২.২০২৩খ্রি.

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।

১। জনাব/বেগম ---সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড/সংরক্ষিত আসন নং ---------------, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।

(মোঃ নূর ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী ও
সদস্য-সচিব
যোগাযোগ স্থায়ী কমিটি
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।

স্মারক নং-৪৬.১২.৫০৮১.০০৬.০৬.৫৩১.২৩.১৭৫ তারিখ : ২৪/১২/২০২৩খ্রি.

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

১। সচিব, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।
২। বাজেট কাম হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।
৩। নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।
৪। উপ-সচিব (চলতি দায়িত্ব), রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, তাঁকে পরবর্তী সাধারণ সভায় বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে।
৫। মাননীয় মেয়র এর ব্যক্তিগত সহকারী, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন (ইহা মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ব্যক্তিগত সহকারী, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, (ইহা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সদয় অবগতির জন্য)।
৭। অফিস নথী।

(মোঃ নূর ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী ও
সদস্য-সচিব
যোগাযোগ স্থায়ী কমিটি
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।